দৈনিক সংবাদ

FEB. 1 4 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

চারঘাটের পান্নাপাড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ

অধ্যক্ষের পদ নিয়ে দু'পক্ষের বিরোধে ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

হতে থাকে। এক পর্যায়ে দেশের সরকার পরিবর্তন ঘটে। এ সুযোগে সরকার সমর্থক 'কুচক্রী' মহলটি আবারও তৎপর হয়।

বর্তমান অধ্যক্ষবিরোধী পক্ষ সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করেছে, পান্নাপাড়ার আলহাজ আছের-উদ্দিন মোল্লার পুত্র আহসান আলী প্রায় ২০ বছর আগে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে পরিদর্শক হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা পদে বরগুনাতে রয়েছেন। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকার মালিক বনে গেছেন। তিনি স্বনামে-বেনামে কোটি কোটি টাকার গাড়ি-বাড়ি, গার্মেন্টস, জায়গা-জমি করেছেন ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে। ইতোপূর্বে তার দুর্নীতির রিপোর্ট বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি নিজ এলাকা পান্নাপাড়াতে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। পান্নাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও পান্নাপাড়া কারিগরি কলেজে নিজ ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন, অধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়েছেন। জমিদাতাদের ম্যানেজিং কমিটি হতে বাদ দিয়েছেন। এসবের প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তিন লাখ টাকা নিয়ে কারিগরি কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়েছেন বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

গত ২৪শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত আহসান আলীর সমর্থকদের সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, সাইফুল ইসলামকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়ার পর সেকেন্দার আলীর ছেলে শওকত আলী, মৃত নাজিমউদ্দিনের পুত্র জাকির হোসেন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দেয়ায় তারা সংঘবদ্ধভাবে কলেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক 'মিথ্যা' মামলা দায়ের, অধ্যক্ষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানি করছে। শওকত, সেলিম, জাকির, আনোয়ার হোসেন, আবদুল খালেক, আবদুল মালেকসহ আরো অনেকে অধ্যক্ষকে মারপিটের জন্য অস্ত্র নিয়ে কলেজে প্রবেশ করে। কিন্তু অধ্যক্ষকে না পেয়ে তারা হুমকি দিয়ে চলে যায়। এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ যোগাচ্ছেন পান্নাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল আলম।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরো অভিযোগ করা হয়, রবিউল আলম একজন অযোগ্য ও অদক্ষ প্রধান শিক্ষক। তিনি ঠিকমত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন না। এক বছরে ৪১ হাজার টাকার টিএডিএ বিল উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের সময় ঠিকাদারের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা উৎকোচ নেন। একই ঠিকাদারের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের নামে নেয়া একটি টিভি বিক্রি করে সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করেন। তার বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। রবিউল আলমের নেতৃত্বে শওকত, জাকির সেলিমসহ একটি স্বার্থান্বেষী মহল কলেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা আহসান আলীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সত্য নয় বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকাবাসীর মধ্যে মজাহার আলী, ইয়াছিন আলী, শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম, এমদাদুল হক, বজলুর রহমান, শাহীন আলম, শহিদুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান, শাহাদাৎ হোসেন, মিজানুর রহমান, প্রদর্শক জিয়াউর রহমান, রায়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাজদার রহমানসহ কলেজের ৪০ জন ছাত্রছাত্রী।

রাজশাহী ঃ চারঘাট উপজেলার একমাত্র কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পান্নাপাড়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা গত ২৪শে —সংবাদ